সংবাদ

২৯।২।৮১

123

গণসমাবেশে জাতীয় নেতৃবৃন্দের ঘোষণা

শিক্ষকদের দাবী না মানলে আরেকটি গণঅভ্যুত্থান হবে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

জাতীয় নেতৃবৃন্দ প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলনের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন জানিয়েছেন। প্রাথমিক শিক্ষকদের বাহাত্তর ঘন্টাব্যাপী মহাবিক্ষোভ কর্মসূচীর দ্বিতীয় দিনে গতকাল শুক্রবার সকালে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে আয়োজিত বিশাল শিক্ষক-জনতার জনসভায় তুমুল করতালি ও হর্ষধ্বনির মধ্যে তারা এই ঘোষণা দেন। তারা বলেন, প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত এবং নয় কোটি মানুষের বাঁচার দাবীর সাথে সম্পৃক্ত। তাই চূড়ান্ত সংগ্রামে রত প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী যদি অবিলম্বে মেনে নেয়া না হয় কিংবা কোন নির্যাতন চালিয়ে যদি একে স্তব্ধ করার প্রয়াস নেয়া হয় তাহলে আরেকটি গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি হবে। যার জোয়ারে সকল স্বৈরাচার ভেসে যাবে।

প্রাথমিক শিক্ষকরা সকাল সাতটা থেকেই বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে এসে জমা হতে থাকেন। এর সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র, শ্রমিক সংগঠনের খণ্ড মিছিল এসে যোগ দেয় এবং ন'টার মধ্যে গুলিস্তানের সামনে পর্যন্ত সমস্ত এলাকা একটি জনসমুদ্রে রূপান্তরিত হয়। বায়তুল মোকাররম বিপণি ও পিএমজি অফিসের ছাদে, ষ্টেডিয়ামের বারান্দায়ও বিপুল শিক্ষক জনতা নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শোনার জন্যে সমবেত হন। দ্বিতীয় দিনে অবস্থান ধর্মঘটীদের সাথে যোগদানকারী মহিলা শিক্ষকের সংখ্যাও ছিল বিপুল।

এই জনসভায় সভাপতিত্ব করেন প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ। বক্তব্য রাখেন, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাক ও সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন, জাসদের সাধারণ সম্পাদক জনাব আ, স, ম, আবদুর রব, ইউপিপি'র চেয়ারম্যান জনাব জাফর আহম্মদ ন্যাপের সভাপতি চৌধুরী হারুনুর রশিদ, ন্যাপ (মোঃ)-এর সাধারণ সম্পাদক পীর হাবিবুর রহমান, কমিউনিষ্ট পার্টি'র সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য মঞ্জুরুল আহসান খান, আওয়ামী লীগ (মিজান)-এর সাংগঠনিক সম্পাদক নুরে আলম সিদ্দিকী, ওয়ার্কার্স পার্টি'র সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য রাশেদ খান মেনন এম, পি, ডেমোক্রেটিক লীগের সংস্কৃতি ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আল মুজাহিদী, লেবার পার্টির সভাপতি মওলানা আব্দুল মতিন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের কেন্দ্রীয় নেতা আব্দুল্লা সরকার শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের কেন্দ্রীয় নেতা নির্মল সেন জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি'র আহ্বায়ক শফিউল আলম প্রধান ন্যাপ (নাসের)-এর কেন্দ্রীয় নেতা মিসির আহমদ ভূঁইয়া জাতীয় জনতা পার্টি'র মজহারুল হক বাকী, জামাতে ইসলামীর যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ইউসুফ আলী, গণতান্ত্রিক কর্মী শিবিরের কমরেড নুরুল হক মেহেদী, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি'র মেজর (অবঃ) আফসার উদ্দীন প্রমুখ।

মহাবিক্ষোভের প্রথম দিনে না দিলেও গতকাল সভামঞ্চ থেকে বিভিন্ন শ্লোগান দেয়া হয়, এর মধ্যে ছিল প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী মানতে হবে নইলে গদী ছাড়তে হবে, আমাদের দাবী না মানলে ঢাকা থেকে যাব না। শাহ আজিজ যদি বাঁচতে চাও বাংলা ছেড়ে চলে যাও, সারা বাংলায় এক আওয়াজ খতম কর জিয়া রাজ, জাতীয় ঐক্য গড়ে তোল প্রভৃতি।

অধ্যাপক আজাদ

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ বলেন আমাদের মহাবিক্ষোভ এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। তিনি

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

বলেন আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের দানবের তাণ্ডবলীলা গ্রাম্য টাউট ও দালালদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে এ আন্দোলন শুরু করেছি।

তিনি মঞ্চে উপবিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নাম উল্লেখ করে বলেন আজ আমরা আনন্দিত যে সত্যিকার জাতীয় ঐক্য কায়েমে সক্ষম হয়েছি। তিনি দেশের বর্তমান পরিস্থিতিকে দুর্যোগময় বলে অভিহিত করে জাতীয় নেতৃবৃন্দকে এ অবস্থায় ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে আরো বলেন, আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই কারো সাহায্য পাই বা না পাই দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

অধ্যাপক আজাদ বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিভিন্ন নজিরের বর্ণনা দিতে গিয়ে অভিযোগ করেন, এদের আমলেই বঙ্গবন্ধুর খুনীদের প্রটেকশন দিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি এ পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু, জেলখানায় নিহত চার নেতা, মরহুম মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ ও কর্নেল তাহেরের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করেন। সমবেত সকলে এতে শরিক হন। তিনি কমরেড ফরহাদসহ সকল রাজবন্দীরও মুক্তি দাবী করেন।

আব্দুর রাজ্জাক

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুর রাজ্জাক প্রাথমিক শিক্ষকদের উদ্দেশে বলেন, মনে রাখবেন বঙ্গবন্ধু আপনাদের সরকারী কর্মচারী করেছিলেন আর স্বৈরাচারী জিয়া সরকার তা কেড়ে নিয়েছে। যারা চৌকিদারের বেতন দিতে পারে না। সেই ইউনিয়ন পরিষদের হাতে সরকার আপনাদের তুলে দিতে চায়। আওয়ামী লীগ এ ষড়যন্ত্র কোন অবস্থাতেই মেনে নেবে না। যেকোন ত্যাগের বিনিময়ে হলেও সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে প্রস্তুত।

তিনি প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলন অব্যাহত রাখার আহবান জানিয়ে বলেন, পিছপা হবেন না। আমরা আপনাদের পাশে আছি। সতর্ক থাকবেন যেন কেউ দালালি করে পিছন থেকে ছুরি না মারে। সুযোগ যখন এসেছে তখন কড়ায় গণ্ডায় সব আদায় করে নেন।

তিনি বলেন, স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাত করে গণতান্ত্রিক জনগণের সরকার কায়েম না হওয়া পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হবে না। তাই রাজনীতি করি না বলে দূরে থাকলে চলবে না। সর্বস্তরের জনগণকে সাথে নিয়ে এক ব্যক্তির খেয়ালখুশী ও স্বৈরাচারকে সর্বাত্মকভাবে প্রতিহত করতে হবে।

জোহরা তাজউদ্দীন

আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যা সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন বলেন, কোন আপোষের পথে নয় রাজপথে সংগ্রামের মাধ্যমেই দাবী আদায় হয়—এই দৃষ্টান্ত আপনারা জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। এ জন্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের অভিনন্দন।

তিনি বলেন, আজ সারা বাংলার মানুষের বুকে আগুন জ্বলছে। বিগত পাঁচ বছরে তারা কিছুই পায় নাই। তা সত্ত্বেও আমরা কিছুই করতে পারি নাই। যথেষ্ট ইস্যু থাকা সত্ত্বেও আমরা কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছি। এ পটভূমিকায় বাঁচার দাবীতে বলিষ্ঠ সংগ্রাম গড়ে তোলার যে দৃষ্টান্ত প্রাথমিক শিক্ষকরা দেখিয়েছেন সেজন্যে জাতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টির কর্মসূচী

আসে তাহলে ইউপিপি সর্বশক্তি নিয়ে তা বাস্তবায়নে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এবং স্বৈরাচারের পতন ঘটিয়ে একটি দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম না হওয়া পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষক ও সর্বস্তরের জনগণকে সাথে নিয়ে রাজপথে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

অন্যদের বক্তব্য

ন্যাপ সভাপতি চৌধুরী হারুনুর রশিদ শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্যের উল্লেখ করে বলেন, যে কোন মূল্যে প্রাথমিক শিক্ষাসহ সকল স্তরের শিক্ষাকে টাউট বাটপারদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। ন্যাপ (মোঃ) এর সাধারণ সম্পাদক পীর হাবিবুর রহমান বলেন, প্রাথমিক শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ের জেহাদে আমরাও আছি। কমিউনিষ্ট পার্টি'র অন্যতম সম্পাদক মঞ্জুরুল আহসান খান বলেন প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী সামান্যই, বঙ্গবন্ধু তাদের যে সুযোগ সুবিধা দিয়েছে তাই তারা বজায় রাখতে চান। কিন্তু দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের জন্যে বর্তমান সরকার এ সুবিধা কেড়ে নিতে চান। আমরা এ অশুভ প্রয়াস রুখতে বদ্ধপরিকর।

আওয়ামী লীগ (মিজান) এর সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব নুরে আলম সিদ্দিকী বলেন, অনেকেই প্রাথমিক শিক্ষকদের বিরুদ্ধে হুঙ্কার ছাড়ছেন। কিন্তু আমি বলে দিতে চাই যাদের হাতে আমাদের হাতঘড়ি রয়েছে তাদের গায়ে হাত পড়লে গণবিস্ফোরণ হবে। ওয়ার্কার্স পার্টি'র সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য রাশেদ খান মেনন বলেন, বর্তমান সরকার হচ্ছে ধনীর সরকার। এদের কেউ প্রাথমিক স্কুলে পড়ে না। তাই এরা গরীব-মেহনতি মানুষের সন্তানের স্কুল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নিতে চায়। ডেমোক্রেটিক লীগ নেতা আল মুজাহিদী সরকারী প্রচারযন্ত্রের প্রপাগাণ্ডার উল্লেখ করে বলেন যে, যখন লাখো প্রাথমিক শিক্ষক ঢাকার রাজপথে তখন সকল স্কুল খোলা বলে দাবী করা হচ্ছে।